একজন অমিতাভ ব্যানার্জী @ অমিত @ বাপ্পা ব্যানার্জী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

(২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৯৩৯)

আগস্ট ১৭, ২০১১

[বিচারপতিগণ ভি.এস. সিরপুরকর এবং টি.এস. ঠাকুর]

দণ্ড বিধি, ১৮৬০: ধারা ৩০২ – তে অভিযুক্ত- অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে এবং তার মৃতদেহ দাফন করেছে - ট্রায়াল কোর্ট অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে যে যদিও উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়নি তবে পরিস্থিতিগত প্রমাণ এত শক্তিশালী এবং তাই অনিচ্ছাকৃতভাবে আপীলকারীর অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে খুব একটা পার্থক্য হয়নি। হাইকোর্ট ড ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বহাল রেখেছে - আপীলে, অনুষ্ঠিত হয়েছে: অভিযুক্তের অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে এমন অনেকগুলি অপরাধমূলক পরিস্থিতি ছিল যেমন ভিকটিমের মায়ের জবানবন্দি যে পিরিত অভিযুক্তের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোতা পাখি আনতে অভিযুক্তের সাথে যেতে চেয়েছিল; নিহত হওয়ার সময় ঘটনার কাছাকাছি আসামির সাথে পিরিতকে সর্বশেষ দেখা হয়েছিল; অভিযুক্তের পরা টুপি এবং তার সাইকেলটি যে স্থান থেকে নিহতের মৃতদেহ দাফন করা হয়েছিল সেখান থেকে উদ্ধার করা; পি ডাবলু৬ এর জবানবন্দি যে অভিযুক্ত কোদালটি ধার করেছিল, খবরের কাগজ দিয়ে কোদালের কাঠের অংশ মুড়িয়ে 'সুতলি' দিয়ে বেঁধেছিল; যেখানে পিরিতকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেই খাদের কাছে সংবাদপত্রের উপস্থিতি এবং ভিকটিমের গলার চারপাশ থেকে 'সুতলি' পুনরুদ্ধার যেখানে এটি একটি লিগ্যাচার চিহ্ন রেখে গিয়েছিল তাও এমন পরিস্থিতি বলেছিল যা শুধুমাত্র এই অনুমানের উপর ব্যাখ্যা করা যায় যে অভিযুক্ত ছিল অপরাধের হোতা - পরিস্থিতিগুলি কেবল প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে তারা একটি সম্পূর্ণ মালা তৈরি করেছিল, যা সন্দেহের কোনও উপায় রাখে না, যে অপরাধের সাথে অভিযুক্তকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তা তিনি করেছিলেন এবং অন্য কেউ - দোষী সাব্যস্ত হননি।

অমিতাভ ব্যানার্জী @ অমিত @ বাপ্পা ব্যানার্জী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ১৬১

ফৌজদারি আইন: উদ্দেশ্য - এর তাৎপর্য, এবং এর প্রভাব এর অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাদীর মামলা ছিল আপিলকারী পিরিতকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং তার লাশ জঙ্গলে পুঁতে দেয়। ট্রায়াল কোর্ট আইপিসি ৩০২ ধারায় আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এতে বলা হয়েছে যে যদিও বাদী পিরিতকে হত্যার উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে রেকর্ডে উপলব্ধ পরিস্থিতিগত প্রমাণগুলি এত শক্তিশালী এবং এতটাই অনিচ্ছাকৃতভাবে আপিলকারীর অপরাধের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে খুব একটা পার্থক্য হয়নি। হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বহাল রাখেন। হাইকোর্টের আদেশকে বিরোধ করে তাৎক্ষণিক আপিল করা হয়।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ: ১. অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য, নিঃসন্দেহে, অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এমন পরিস্থিতির তুলনায় পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব বহন করে। তবুও পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে মামলায় উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া নিজেই মারাত্মক নয়। অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতির ফলাফল হল যে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় সন্দেহ যেন প্রমাণের জায়গা না নেয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রমাণগুলি যাচাই করার ক্ষেত্রে আদালতকে আরও সতর্ক ও সতর্ক হতে হবে। একটি মামলায় উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে এমন একটি কারণ যা নিঃসন্দেহে অভিযুক্তের পক্ষে ওজন করবে, তবে আদালতের যা মনে রাখা দরকার তা হল উদ্দেশ্য এমন একটি বিষয় যা প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তের কাছে পরিচিত এবং যা বাদী করতে পারে মাঝে মাঝে সারগর্ভ প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা বা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন বলে মনে হয়। মানুষের স্বভাব কি তাই, অপরাধ সংঘটনের পিছনে আসল প্রেরণা বোঝা প্রায়ই কঠিন।

[অনুচ্ছেদ ২৭] [১৮০ - ডি - জি]

ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি ওরফে ধনা বনাম ডাবলু. বি রাজ্য ১৯৯৪ (২) এস সি সি ২২০ : ১৯৯৫ (৪) এস ইউ পি পি এল. এস সি সি ৪৯৮; সুরিন্দর পাল জৈন বনাম। দিল্লি প্রশাসন ১৯৯৩ এস ইউ পি পি এল. (৩) এস সি সি ৯১ : ১৯৯৩ (১) এস সি আর ২৬০ ; তারসীম কুমার বনাম দিল্লি প্রশাসন ১৯৯৪ এস ইউ পি পি এল. (৩) এস সি সি ৩৬৭ : ১৯৯৪ (২) এস ইউ পি পি এল. এস সি আর ৭৪০; জগদীশ বনাম বি রাজ্য এম. পি. ২০০৯ (১২) স্কেল ৫৮০; মুলখ রাজ ও ওরস বনাম। সতীশ কুমার ও অন্যান্য ১৯৯২ (৩) এস সি সি ৪৩ : ১৯৯২ (২) এস সি আর ৪৮৪ – এর উপর নির্ভরশীল।

২. মৃতের মায়ের জবানবন্দি, যে মৃত ব্যক্তি দুটি তোতা পাখি আনতে আপীলকারীর কাছে যেতে চেয়েছিলেন যা পরবর্তীটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ড্রয়িং টিউশন থেকে ফিরে আসার পরে তার কাছ থেকে সংকেত পেয়ে তিনি আপিলকারীর কাছে যান, মৃত ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে আনার মঞ্চ তৈরি করে। এর পরেই তাকে আপীলকারীর সাথে কথা বলতে দেখা যায় যিনি তাকে পার্কে ডেকেছিলেন এবং তাকে তার সাইকেলে করে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে নিয়ে যান যে তথ্য দুই সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যাদের জবানবন্দি কোন অলঙ্করণ বা বৈপরীত্যের শিকার হয়নি। তথ্য যে মৃত এবং আপিলকারীকে সিতালডিহি জঙ্গলে প্রায় ৬.০০ / ৬.৩০ নাগাদ একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ একটি অত্যন্ত অপরাধমূলক পরিস্থিতি ছিল, বিশেষ করে যখন চিকিৎসা প্রমাণ অনুসারে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ও একই সময়ে ছিল। মৃতকে আপীলকারীর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল যখন তাকে হত্যা করা হয়েছিল তখন এমন একটি পরিস্থিতি ছিল যা অন্যান্য পরিস্থিতির সাথে এই মামলায় প্রমাণিত হয়েছিল, শুধুমাত্র একটি অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য যে আপীলকারী মৃতকে হত্যার জন্য দোষী ছিলেন। পিডব্লিউ ৬-এর বিবৃতি দ্বারা তথ্য যে আপীলকারী কাঠের অংশটি সংবাদপত্রের সাথে মোড়ানোর পরে কোদালটি ধার করে 'সুতলি' দিয়ে বাঁধা করেছিলেন। তাই ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে সন্ধ্যায় পি ডাবলু ১১-এর কাছে কোদালের জমাও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেই খাদের কাছে সংবাদপত্রের উপস্থিতি এবং চারপাশ থেকে 'সুতলি' পুনরুদ্ধার

মৃতের গলায় যেখানে এটি একটি লিগ্যাচার চিহ্ন রেখে গিয়েছিল এছাড়াও পরিস্থিতি বলেছিল যা শুধুমাত্র এই অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য যে আপীলকারী অপরাধের হোতা। সিতালডিহি জঙ্গল থেকে ঘটনার তারিখে আপীলকারীর দ্বারা যে টুপি পরা হয়েছিল তা বাদীর সাক্ষীদের মতে পুনরুদ্ধার করাও একটি পরিস্থিতি ছিল যা প্রমাণ করে যে আপীলকারী ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে মৃতদেহটি যে জায়গার আশেপাশে উদ্ধার করা হয় সেইখেনে জঙ্গলে ছিল। একইভাবে, আপিলকারীর মালিকানাধীন সাইকেলটি সিতালডিহি জঙ্গল থেকে, মৃতদেহ দাফনের স্থানের নিকটবর্তী স্থান থেকে উদ্ধার করা আসামী-আবেদনকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোন অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে আপিলকারী গভীর রাতে পিডব্লিউ ১১-এর বাড়িতে কোদাল রেখে পিছনের দরজা থেকে চপ্পল ছাড়াই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার সাইকেলটি কোথায় জানতে চাইলে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। ব্যাখ্যাটিও ছিল অপরাধমূলক পরিস্থিতি যা পরিস্থিতির শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন ছিল। এই পরিস্থিতিগুলি কেবল প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে তারা একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খল তৈরি করেছিল, যা সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে, যে অপরাধে আপিলকারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তা তিনিই করেছিলেন এবং অন্য কেউ নয়। [অনুচ্ছেদ ৩৪] [১৮৮- বি - এইচ ; ১৮৯-ক-গ]

বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ১৯৮৪ (৪) এস সি সি ১১৬: ১৯৮৫ (১) এস সি আর ৮৮ ; তানভিবেন পঙ্কজ কুমার দিভেটিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য ১৯৯৭ (৭) এস সি সি ১৫৬ : ১৯৯৭ (১) এস ইউ পি পি এল . এস সি আর ৯৬; রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) বনাম। নভজ্যোত সান্ধু @ আফসান গুরু ২০০৫ (১১) এস সি সি ৬০০ : ২০০৫ (২) এস ইউ পি পি এল . এস সি আর ৭৯; বিক্রম সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ২০১০ (৩) এস সি সি ৫৬ : ২০১০ (২) এস সি আর ২২ ; আফতাব আহমেদ আনসারী বনাম। উত্তরাঞ্চল রাজ্য ২০১০ (২) এস সি সি ৫৮৩ : ২০১০ (১) এস সি আর ১০২৭ - উপর নির্ভর করে।

৩. কাঞ্চন অয়েল মিলের কর্মচারী পিডব্লিউ ৯ কাঞ্চন অয়েল মিলের ভিতর থেকে সিতলডিহি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের দেখতে পারেনি এমন যুক্তি ছিল না এটি গ্রহণযোগ্য।

সাক্ষী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি ছেলেদের (আবেদনকারী এবং মৃত ব্যক্তি) দেখেছেন যখন তিনি সেই উদ্দেশ্যে প্রতিদিন যে পথ দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। কোথাও সাক্ষী পরামর্শ দেয়নি যে সে মিলের আশেপাশের ছেলেদের দেখেছিল। এই সাক্ষীর জেরা তে এমন কিছুই ছিল না যা তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে ছিল। নিছক তথ্য যে সাক্ষী পুলিশের কাছে যেতে স্বেচ্ছায় বলেননি যে দুটি ছেলে অর্থাৎ আপিলকারী যাকে তিনি ১৮/১৯ বছর বয়সী একটি ছেলে হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং মৃত যাকে তিনি ১০/১১ বছর বয়সী একটি ছেলে হিসাবে বর্ণনা করেছেন ১৯৯৮ সালের ১২ই জুলাই সিতালডিহি জঙ্গলে তাকে একসাথে দেখেছিল, এই সাক্ষীর জবানবন্দি সন্দেহজনক হবে না। ঘটনার বিষয়ে পুলিশ মিলের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে এই সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। তদন্ত চলাকালীন সাক্ষী যা দেখেছেন তার বর্ণনাকে এতটা বিলম্বিত বা চিন্তাভাবনা বলা যাবে না যে সাক্ষীর তথ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়েছে বিশেষ করে যখন সাক্ষী কোনো অপরাধ করতে দেখেননি। তিনি কেবল একটি তথ্যের সাক্ষী ছিলেন যা অন্য পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিরীহ পরিস্থিতি হতে পারে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যে কক্ষে রাখা হয়েছিল, সাক্ষীকে টি আই প্যারেডের সামনে বসতে দিয়ে তার থেকে আলাদা একটি ঘরে রাখা হয়েছিল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা টিআই প্যারেড পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য থেকে অনেকটাই স্পষ্ট কোনো প্রতিকূল অনুমানের জন্য। সকলেই বলেছেন, এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার তদন্ত ও আলামত সংগ্রহ সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। এই ধরনের ন্যায্যতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার একটি কারণ হতে পারে যে মৃত এবং আপিলকারী উভয়ই পুলিশ কর্মকর্তাদের ওয়ার্ড ছিল। তাই একজনের ওপর অন্যের পক্ষ নেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে, হস্তক্ষেপের জন্য আপিলের অধীনে রায় ও আদেশে কোনও বেআইনিতা বা ন্যায়বিচারের কোনও ভ্রান্তি ছিল না। [প্যারা ৩৫] [১৮৯ - ডি - এইছ ; ১৯০ - এ - ডি]

অমিতাভ ব্যানার্জী @ অমিত @ বাপ্পা ব্যানার্জী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ১৬৫

রাধা মোহন সিং ওরফে লাল সাহেব ও অন্যান্য বনাম ইউ .পি এর রাজ্য এ আই আর ২০০৬ এস সি ৯৫১ : ২০০৬ (১) এস সি আর ৫১৯ ; ভগবান সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য এ আই আর ১৯৭৬ এস সি ৯৮৫ : ১৯৭৬ (১) এস সি সি ১৫ ; সুরেশ কুমার জৈন বনাম। শান্তি স্বরূপ জৈন ও অন্যান্য এআইআর ১৯৯৭ এসসি ২২৯১; কিরপাল সিং বনাম। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৬৫ এসসি ৭১২ : ১৯৬৪ এসসিআর ৯৯২ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স:

২০০৬ (১) এস সি আর ৫১৯	উল্লেখ করা হয়েছে প্যারা ১১
১৯৭৬ (১) এস সি সি ১৫	উল্লেখ করা হয়েছে প্যারা ১১
এআইআর ১৯৯৭ এসসি ২২৯১	উল্লেখ করা হয়েছে প্যারা ১১
১৯৬৪ এস সি আর ৯৯২	উল্লেখ করা হয়েছে প্যারা ১১
১৯৯৫ (৪) সাপ্ল। এস সি সি ৪৯৮	এর উপর নির্ভর করে প্যারা ২৮
১৯৯৩ (১) এস সি আর ২৬০	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ২৮
১৯৯৪ (২) সরবরাহ। এস সি আর ৭৪০	এর উপর নির্ভর করে প্যারা ২৮
২০০৯ (১২) স্কেল ৫৮০	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ২৮
১৯৯২ (২) এস সি আর ৪৮৪	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ২৮
১৯৮৫ (১) এস সি আর ৮৮	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ৩১
১৯৯৭ (১) এস ইউ পি পি এল . এস সি আর ৯৬	এর উপর নির্ভর করে প্যারা ৩২
২০০৫ (২) সরবরাহ। এস সি আর ৭৯	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ৩২
২০১০ (২) এস সি আর ২২	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ৩২
২০১০ (১) এস সি আর ১০২৭	এর উপর নির্ভরশীল প্যারা ৩২

ফৌজদারী আপীল বিচার বিভাগ: ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৯৩৯।

২০০২-এর সি আর এ নং ১৪৩-এ ক্যালকাটা হাইকোর্টের ২০.১২.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

রঞ্জন মুখার্জি, চঞ্চল কে.আর. গাঙ্গুলি, আপিলকারীর পক্ষে অভ্রজ্যোতি চ্যাটার্জি।

প্রদীপ ঘোষ, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, বি.পি. যাদব, উত্তরদাতার পক্ষে সৌমিত্র জি চৌধুরী।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়

বিচারপতি টি.এস. ঠাকুর, দ্বারা- ১. বিশেষ আবেদনের মাধ্যমে এই আপিলটি কলকাতার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার কর্তৃক গৃহীত একটি আদেশের ফলে উদ্ভূত হয়েছে যেখানে আইপিসির ৩০২, ৩৬৪ এবং ২০১ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য আপীলকারীর দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে৷ তার কারাদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে বাদীর মামলাটি নিম্নরূপ:

২. অসিত কুমার মন্ডল, সাব-ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ ঝাড়গ্রাম কোর্টের প্রাসঙ্গিক সময়ে যুক্ত ছিলেন। তার পরিবারে তার স্ত্রী এবং একটি ছেলে যার নাম স্নেহাশিষ মন্ডল @ বাবুসোনা, বয়স প্রায় ১০/১২ বছর, থানার 'বি' ব্লকে ঘোড়াধারা, ঝাড়গ্রামে কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে বসবাস করতেন। একই কমপ্লেক্সে থাকতেন আপিলকারী, যার বাবাও পুলিশের উপ-পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে বেলিয়াবেড়া থানায় কর্মরত ছিলেন। বাদী অনুসারে, মৃত স্নেহাশিষ মণ্ডল আপিলকারীর ছোট ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এবং সাধারণত আবাসিক কোয়ার্টারের পিছনে এবং বিডিও অফিসের পাশে অবস্থিত একটি পার্কে তার সাথে ক্রিকেট খেলত। প্রশ্নেবিদ্ধ ঘটনার কয়েকদিন আগে, মৃত ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত পার্কে খেলার জন্য ক্রিকেট ব্যাট এবং বল সংগ্রহ করতে আপীলকারীর বাড়িতে এসেছিলেন এবং মঙ্গলা দেলোই, পি ডাবলু১০ এর সাথে আপীলকারীকে আপসহীন অবস্থায় দেখেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে আনুমানিক ২০ বছর বয়সী যিনি তখন আপীলকারীর বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন। বাদীর মামলাটি হল যে আপীলকারী তার দাসী-চাকরের সাথে তার সম্পৃক্ততার সম্ভাব্য প্রকাশের কারণে লোকালয়ে মুখের ক্ষতির আশংকা করেছিলেন যা বাদীর মতে নিরপরাধ ছেলেটিকে ঠান্ডা রক্তে হত্যা করে সব সময়ের জন্য চুপ করার উদ্দেশ্য ছিল।

৩. ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে, মৃত ব্যক্তি যথারীতি পার্কে একটি খেলায় গিয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। নিহতের বাবা-মা আতঙ্কিত হয়ে নিহতের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন যা নিষ্ফল হয়। তখন অসিত মণ্ডল, পিডব্লিউ-১ মামলা দায়ের করেন ঝাড়গ্রাম থানায় একটি নিখোঁজ রিপোর্ট যারা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে এলাকাতে ছেলেটির নিখোঁজ হওয়ার ঘোষণা দেয়। অসিত মন্ডলের মতে, নিখোঁজ ছেলেটির সন্ধানের সময় তিনি জানতে পারেন যে তাকে আপিলকারীর সাথে কথা বলতে দেখা গেছে এবং তারপরে তার সাথে তার সাইকেলে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে যেতে দেখা গেছে। আপিলকারী যখন রাত ৯টায় তার কোয়ার্টারে ফিরে আসেন। তার বাইসাইকেল ছাড়া তাকে মৃতের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল এবং তাকে ছেলেটিকে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে নিয়ে যেতে দেখা গেছে কিন্তু আপিলকারী তা অস্বীকার করেছেন। সাইকেলটি সম্পর্কে আপিলকারী বলেছেন যে তিনি এটি তার এক বন্ধুর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

৪. ১৩ জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে, ঝাড়গ্রাম থানা কাঞ্চন অয়েল মিলের কাছে সিতালডিহি জঙ্গলে আলগা মাটির স্তূপে ভরা একটি নতুন খনন খাদ সম্পর্কে তথ্য পায়। এই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দেখতে পায় যে একটি সদ্য খনন করা খাদ প্রকৃতপক্ষে আলগা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে এবং একটি কালো রঙের হিরো সাইকেলটি কিছু দূরে একটি গাছের সাথে রাখা রয়েছে। এলাকার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশ ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠায় এবং খাদের উপরে মাটির স্তূপ সরিয়ে ফেলা হয় শুধুমাত্র মৃত স্নেহাশিষ মন্ডল এর হাত পিছনে বাঁধা এবং মুখে একটি রুমাল ভর্তি মৃতদেহ আবিষ্কার করার জন্য। মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত পরিচালনার ফলে ১৯৯৮ সালের এফআইআর নং ৯১-এর ভিত্তিতে আই পি সি-এর ৩৬৪, ৩০২ এবং ২০১ ধারার অধীনে একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য নিবন্ধন করা হয়েছিল এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করেছেন নিহত বাবুসোনার পিতা অসিত কুমার মন্ডল।

৫. পুলিশ সিতালডিহি জঙ্গল থেকে সাইকেলটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং একটি টুপি যা আপিলকারী ঘটনার তারিখে পরেছিলেন বলে অভিযোগ।

ডাঃ রজত কান্তি সতপতি, পিডব্লিউ ১৫ দ্বারা পরিচালিত ময়না-তদন্ত পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসরোধের কারণে হয়েছিল, যা ছিল মৃত্যুর পূর্ববর্তী এবং নরহত্যামূলক প্রকৃতির। তদন্তের সময় পুলিশ একটি কোদাল বাজেয়াপ্ত করেছে যা আপীলকারী যদুনাথ দাস, পিডব্লিউ ৬ এর কাছ থেকে ধার করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং যা আপীলকারী দুর্ভাগ্যজনক দিনে রুক্মিণী যাদব, পিডব্লিউ ১১ এর কাছে রেখে গেছেন। সাক্ষীদের বক্তব্য যারা মৃতকে শেষ দেখেছিল আপিলকারীর সঙ্গে, পার্কে এবং পরে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে যাওয়া এবং সিতলডিহি জঙ্গলের ভেতরে যাওয়ার ঘটনাও রেকর্ড করা হয়েছে। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে তদন্ত শেষ হওয়ার পর এস ডি যে এম ঝাড়গ্রামের আদালতে আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল, যিনি মামলাটি মেদিনীপুরের দায়রা আদালতে করেছিলেন। দায়রা বিচারক পালাক্রমে তা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য ৫ম অতিরিক্ত দায়রা জজ মেদিনীপুরের কাছে স্থানান্তর করেন।

৬. বিচারে বাদী অসিত মন্ডল, ২২ জনের মতো সাক্ষীকে পরীক্ষা করে, পিডব্লিউ১ এবং তার স্ত্রী শ্রীমতি ছন্দা মন্ডল, পিডব্লিউ ১৪ সহ মামলার সমর্থনে যিনি বাদী মামলায় সমর্থন করেছিলেন। গুরুপদ মন্ডল, পিডব্লিউ ২, যিনি সাইকেলটির উপস্থিতি এবং সিতালডিহি জঙ্গলে খাদের উপস্থিতি সম্পর্কে পুলিশকে জানিয়েছেন, সুনীল দেলোই, পিডব্লিউ ৫ যিনি আপিলকারীকে ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮-এ সিতালডিহি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন ৫.৩০-৬.০০ টায়, যদুনাথ দাস, পি ডাবলু ৬, যিনি আপীলকারীর দ্বারা কোদাল ধার নেওয়ার বিষয়ে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ সকালে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, রাজীব রায় চৌধুরী, পি ডাবলু ৭, এবং জিতেন সেন, পি ডাবলু ৮, দুজনেই বাবুসোনাকে আপীলকারীর সাথে কথা বলতে দেখেছিলেন পার্ক থেকে এবং পরে সাইকেলে করে সিতলডিহি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি। তারাপদ মাহাতো, পিডব্লিউ ৯ যিনি ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ সালে সন্ধ্যায় সিতালডিহি জঙ্গলের ভিতরে আপীলকারী এবং মৃতকে দেখেছিলেন, রুক্মিণী যাদব, পিডব্লিউ ১১ যিনি আপীলকারীকে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮-এ সন্ধ্যায় তার বাড়িতে একটি কোদাল রেখে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন , তরুণ ব্যানার্জী , পি ডাবলু ১৩ যিনি সিতালডিহি জঙ্গলে সাইকেলটি দেখেছিলেন এবং এটিকে আপিলকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ডাঃ রজত কান্তি সাতপতি, পিডব্লিউ ১৫ যিনি ময়না তদন্ত পরিচালনা করেন, দীপক কুমার সরকারের, পিডব্লিউ-১৬, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি তদন্ত পরিচালনা করেন,

তপন কুমার চ্যাটার্জী, পি ডাবলু ১৭ যিনি এস. নং ৪৬৩-এর অধীনে একটি সাধারণ ডায়েরিতে জঙ্গলে একটি চক্রের উপস্থিতি এবং খাদ সম্পর্কে দায়ের করেছিলেন এবং স্বপন কুমার মোহান্তি, পি ডাবলু২০, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি পরীক্ষা শনাক্তকরণ প্যারেড পরিচালনা করেছিলেন তদন্তকারী অফিসার শ্রী কুশল মিত্র ছাড়াও বাদী দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে, পি ডাবলু২২।

৭. তার আগে যোগ করা প্রমাণগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সতর্কতার সাথে উপলব্ধি করার পরে ট্রায়াল কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাদী তার দ্বারা অভিযুক্ত হিসাবে মৃতের হত্যার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আদালত বলে যে মঙ্গলা দেলোই, পি ডাবলু১০ যিনি তারকা ছিলেন বাদীর বাদীর সাক্ষী অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আদালতে বাদী মামলা সমর্থন করেননি। এমনকি সি আর পি সি এর ১৬৪ ধারার অধীনেও সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি যেখানে তিনি কথিত উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু বিচারে তার দ্বারা সেই সংস্করণটি অস্বীকার করা হয়েছিল। যেহেতু, তবে, ধারা ১৬৪ সি আর পি সি এর অধীনে সাক্ষীর বক্তব্য সাক্ষ্যদাতা স্বীকার করলেও যে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তখনও আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এর উপর নির্ভর করা যায় না। আদালত একই মত পোষণ করেছেন যে নথিতে উপলব্ধ পরিস্থিতিগত প্রমাণ এতটাই শক্তিশালী এবং এতটাই অনিচ্ছাকৃতভাবে আপিলকারীর অপরাধের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে খুব একটা পার্থক্য হয়নি। রায়ের ৬৮ এবং ৬৯ প্যারা ট্রায়াল কোর্ট অপরাধমূলক পরিস্থিতিগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছে যা তার মতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যা আপীলকারীর অপরাধ প্রমাণের জন্য একটি সম্পূর্ণ মালা তৈরি করেছিল৷ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

৬৮. বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত অমিতাভকে ১২.৭.৯৮ তারিখে বিকাল ৫.৩০ টার দিকে ঘোড়াধারা পার্ক, ঝাড়গ্রাম থেকে মৃত বাবুসোনাকে তার সাইকেলে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আবার তাকে বাবুসোনা ও সাইকেল নিয়ে সিতলডিহি জঙ্গলে দেখা যায়। একই তারিখে তিনি যদুনাথের বাড়ি থেকে কোদালটি একটি টুকরো দিয়ে ঢেকে দেন

সুটলির সাহায্যে খবরের কাগজ ও সাইকেলের সঙ্গে কোদাল বেঁধে দেয়। একই দিন সন্ধ্যা ৭/৭.৩০ টার দিকে রুক্মিণী ইয়াদব, পি ডাবলু১১-এর বাগানে তিনি কোদালটি রাখেন। ওই রাতে তাকে তার সাইকেল ছাড়াই দেখা যায়। পরের দিন অর্থাৎ ১৩.৭.৯৮ তারিখে খুব ভোরে তাকে সন্দেহজনক এবং ভীতিকর ভঙ্গিতে সাইকেল ছাড়াই সিতলডিহি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১২.৭.৯৮ তারিখে মৃত বাবুসোনাকে নিয়ে আসামিরা যখন সিতলডিহি জঙ্গলে যায়, তখন অভিযুক্তের পরনে ছিল চকলেট রঙের ফুল প্যান্ট সাদা হাফ গেঞ্জি এবং একটি লাল টুপি এবং মৃত বাবুসোনার পরনে ছিল হলুদ-কমলা রঙের শার্ট, নীল অর্ধেক প্যান্ট এবং স্লিপারে। ১৩.৭.৯৮ তারিখে সকালে অভিযুক্তকে যখন সিতলডিহি জঙ্গল থেকে বের হতে দেখা যায়, তখন তাকে একটি চকোলেট রঙের ফুল প্যান্ট এবং সাদা গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখা যায়, কিন্তু ক্যাপ ছাড়াই। বেশ কয়েকজন সাক্ষীর মাধ্যমে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। তার প্যান্ট এবং গেঞ্জিও পুলিশ তার বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে, যেগুলি প্রত্যক্ষদর্শীরাও শনাক্ত করেছে, যারা তাকে ১২.৭.৯৮ তারিখে বিকেলে এবং ১৩.৭.৯৮ তারিখে সকালেও দেখেছিল। ১৩.৭.৯৮ তারিখে প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী পুলিশ সিতলডিহি জঙ্গলে গিয়ে মাটির নিচে বাবুসোনার মৃতদেহ রাখার স্থান আবিষ্কার করে। এস. ডি. পি. ও, এস. ডি. ও এবং আই ডি. একজন ফটোগ্রাফারসহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকা হয়। তাদের উপস্থিতিতেই উদ্ধার করে খাদ থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। অমিতাভের সাইকেল, দুই টুকরো খবরের কাগজ ও বাবুসোনার হাওয়াই চপল ওই খাদের কাছেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের আদালতে হাজির করে সাক্ষীদের শনাক্ত করা হয়। মৃত বাবুসোনার পিতা পি ডাবলু১ মৃতদেহটি তার ছেলে বাবুসোনার বলে শনাক্ত করেন। তিনি ওই স্থানে এফআইআর দায়ের করেন। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বাবুসোনার মৃতদেহ নিয়ে তদন্ত করা হয় - পুলিশ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উভয়ই দ্বারা। নিহত বাবুসোনার হাত-পা বৈদ্যুতিক তারে বাঁধা এবং মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এসব মালামাল আটক করে যথাযথভাবে আদালতে হাজির করা হয়

আটক প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা শনাক্ত করে। এরপর বাবুসোনার মৃতদেহ ঝাড়গ্রাম এসডি হাসপাতালে পাঠানো হয় যেখানে ময়নাতদন্ত পরীক্ষা করা হয় মেডিকেল অফিসার, পিডব্লিউ১৫ সহ মেডিকেল বোর্ড। ১৩.৭.৯৮ তারিখে ৬.৪৫ টায় ময়নাতদন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ডাক্তারদের মতামত হল যে বাবুসোনার মৃত্যু প্রায় ২৪ ঘন্টা আগে শ্বাসরোধ/শ্বাসরোধের কারণে ঘটেছিল, যা ছিল নরঘাতক প্রকৃতির। বেশ কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দি দায়ের করার পর আই.ও. (পি ডাবলু২২) অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং অভিযুক্তের দেখানো মত রুক্মিণী ইয়াদবের (পি ডাবলু১১) প্রাঙ্গণ থেকে কোদালটি উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কোদালটি আদালতে পেশ করা হয় এবং যদুনাথ, পিডব্লিউ ৬ এবং রুক্মিণী, পিডব্লিউ ১১ উভয়কেই শনাক্ত করা হয় এবং সেই কোদালটি আদালতে হাজির করা হয় এবং যদুনাথ এবং রুক্মিণী উভয়ের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে, ১৫.৭.৯৮ তারিখে অভিযুক্তের বয়ান অনুসারে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সিতলডিহি জঙ্গলের মধ্যে ঝোপ থেকে তার লাল টুপি এবং স্যান্ডেল উদ্ধার করা হয়। এই জিনিসপত্রগুলি আদালতে উপস্থাপন করা হয় এবং জব্দ করা সাক্ষীদের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আসামিদের বক্তব্যেও এ ধরনের তথ্য প্রমাণে আনা হয়েছে। সাক্ষী রাজীব, জিতেন, মঙ্গলা, রুক্মিণী ও যদুনাথের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন জে. এম. ঝাড়গ্রাম দ্বারা ধারা ১৬৪ সি আর পি সি. এর অধিনে মঙ্গলা ব্যতীত, অন্য সব সাক্ষী আদালতে তাদের পূর্বের বিবৃতির সমর্থনে সারাংশ প্রমাণ দিয়েছেন।

৬৯. এইভাবে, পূর্বোক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের শৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ একটি। পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের মান পরিস্থিতির শৃঙ্খল স্থাপনের জন্য যথেষ্ট। আমার বিবেচিত দৃষ্টিতে, অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রেখেই এটি সম্পূর্ণ। আসামিদের দোষ ধরার মাধ্যমে উপসংহারে আনার জন্য আদালতে হাজির করা পরিস্থিতি যথেষ্ট। বর্তমান ক্ষেত্রে, সেখানে

এই সিদ্ধান্ত থেকে মুক্তি নেই যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনার মধ্যে অপরাধটি অভিযুক্ত দ্বারা করা হয়েছে এবং অন্য কেউ নয়। "

৮. উপরের ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রায়াল কোর্ট আপীলকারীকে আই পি সি এর ধারা ৩০২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ২,০০০/- টাকা জরিমানা করার আদেশ দিয়েছে যেখানে আপীলকারীকে আরও একটি শাস্তি ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দুই মাসের জন্য কারাদণ্ড। আইপিসির ধারা ৩৬৪ এবং ২০১ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আপিলকারীকে আলাদা কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি যদিও উক্ত অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

৯. আপীলকারী তার দোষী সাব্যস্ত ও সাজা দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে কলকাতার হাইকোর্টের বিচারিক আদালতে আপিল করতে পছন্দ করেন। হাইকোর্ট এই আপিলের রায় ও আদেশ খারিজ করে আপিলকারীর সাজা ও সাজা বহাল রেখে আপিল খারিজ করে দিয়েছেন। হাইকোর্ট তাই করার সময় রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যগুলি পুনঃমূল্যায়ন করেছেন যে বিচারে প্রমাণিত পরিস্থিতিতে আপীলকারীর দোষ ছাড়া অন্য কোন অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে:

"আমরা যদি উপরোক্ত তথ্য, প্রমাণ ও পরিস্থিতি একত্রিত করি এবং সঠিক দৃষ্টিকোণে পরিস্থিতি এবং প্রমাণাদি বিবেচনা করি তাহলে আমাদেরকে স্পষ্টতই একমাত্র সম্ভাব্য অনুমানের দিকে নিয়ে যাবে যে আপিলকারীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাবুসোনা হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন৷ ১২.৭.৯৮ তারিখে তার হত্যার আগে মৃত অন্য কোন ব্যক্তির সাথে পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করার জন্য আদালতের কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। সাক্ষ্য এবং পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে আপিলকারী তার সাইকেলে ঘোড়াধারা পার্ক থেকে বাবুসোনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বাবুসোনাকে শেষ দেখা হয়েছিল পিডব্লিউ ৯ দ্বারা আপীলকারীর সাথে সিতলডিহি জঙ্গলে এবং তারপরে তিনি ফিরে আসেননি এবং ১৩.৭.৯৮ তারিখে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়

হত্যার পূর্বে নিহতের হেফাজত এবং সমগ্র পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করে যে আপীলকারী খুনি ছিলেন। "

১০. বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে বর্তমান আপীল নীচের আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতাকে আক্ষেপ করে৷ আমরা যথেষ্ট দীর্ঘ সময় শুনেছি শ্রী রঞ্জন মুখোপাধ্যায় আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী এবং শ্রী প্রদীপ ঘোষ, উত্তরদাতার বরিষ্ঠ কৌঁসুলি শিখেছিলেন, যারা উভয়েই বিচারে প্রাপ্ত প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বেদনাদায়ক ছিলেন।

১১. আমরা শুরুতেই বলতে পারি যে এই আদালত সাধারণত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন শুরু করে না যেখানে নীচের আদালতগুলি একযোগে এক বা অন্যভাবে তথ্যের উপর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। সিদ্ধান্তের একটি দীর্ঘ লাইনে এই আদালত বলেছে যে বিশেষ আবেদনের মাধ্যমে করা আপিল একটি নিয়মিত আপিল নয় এবং এই আদালত কেবলমাত্র কোন বেআইনিতা, বস্তুগত অনিয়ম বা ন্যায়বিচারের ত্রুটি হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করা ছাড়া প্রমাণের পুনরুত্থান করবে না কারণ বিচারে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, নিম্ন আদালতের মতামতকে বিপর্যস্ত করার জন্য আদালতের কোনো ভিত্তি নেই, যতক্ষণ না একই মত যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব। ফলাফলে বিকৃততা, বিচারে বেআইনিতা বা অনিয়ম, অবিচারের কারণ, বা প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থতাকে এমন কিছু পরিস্থিতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে এই আদালত বিচারে যোগ করা প্রমাণগুলির পুনরায় মূল্যায়ন করবে এবং অন্যথায় না। (দেখুন: রাধা মোহন সিং ওরফে লাল সাহেব এবং অন্যান্য বনাম ইউপি রাজ্য (এআইআর ২০০৬ এসসি ৯৫১), ভগবান সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য (এআইআর ১৯৭৬ এসসি ৯৮৫), সুরেশ কুমার জৈন বনাম শান্তি স্বরূপ জৈন এবং ওরস (এআইআর ১৯৯৭ এসসি ২২৯১) এবং কিরপাল সিং বনাম উত্তর প্রদেশ (এআইআর ১৯৬৫ এসসি ৭১২)।

১২. বিচারে প্রাপ্ত প্রমাণের গুণমান বিবেচনা করে, আপিলের অধীনে রায়টি উপরোক্ত কোনো একটি বা একাধিক দুর্বলতায় ভুগছে কিনা তা পরীক্ষা করা এখন আমাদের কাজ।

১৩. আমরা সেই বস্তুটিকে বিবেচনা করে সারাংশটি উল্লেখ করতে পারি

এ মামলায় সাক্ষীদের জবানবন্দি পরীক্ষা করা হয়। তার জবানবন্দিতে অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু১, বলেছেন যে তিনি তার স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে স্নেহাশিষ মন্ডলের সাথে ঘোড়াধারা, ঝাড়গ্রামের থানা কোয়ার্টার কমপ্লেক্সের 'বি' ব্লকে থাকতেন। অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রী এবং তাদের তিন ছেলের সাথে 'এ' ব্লকে 'বি' ব্লকের বিপরীতে থাকতেন যেখানে সাক্ষী থাকতেন। ১৯৯৮ সালের ১২ জুলাই বিডিও অফিসের সামনে ঘোড়াধারা পার্কে খেলতে গেলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। তাই তাকে তার স্ত্রী, পি ডাবলু১৪ তাদের ছেলের খোঁজ করতে বলেছিল। খোঁজাখুঁজির সময় তিনি একই থানা কোয়ার্টার কমপ্লেক্সের বাসিন্দা রাজীব রায় চৌধুরী, পি ডাবলু৭ নামে একজনের কাছ থেকে জানতে পারেন যে তিনি বাবুসোনাকে বিকেল ৫.০০-৫.৩০ নাগাদ পার্কে বসে থাকতে দেখেছেন এবং পরে তাকে আপিলকারীর সাথে তার সাইকেল নিয়ে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে যেতে দেখা যায়, উল্লিখিত পার্কটি স্পর্শ করার পশ্চিম রাস্তা ধরে। সাক্ষী ঝাড়গ্রাম থানায় তার দায়ের করা নিখোঁজ রিপোর্ট সম্পর্কেও জবানবন্দি দিয়েছে এক্স ১৩ যার মধ্যে রয়েছে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখের জিডি এন্ট্রি নং ৪৩৮। জিডি এন্ট্রি নিখোঁজ বালকের বিবৃতি দিয়েছে এবং পোশাক যা সে নিখজের সময় পরিহিত ছিল।

১৪. ছন্দা মন্ডল, পিডব্লিউ ১৪, যিনি নিহতের মা ছিলেন, তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে দুপুর ২টার দিকে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে বাবুসোনা, মৃত ব্যক্তি আপীলকারী দ্বারা প্রতিশ্রুত দুটি তোতা পাখি আনার জন্য বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মায়ের নির্দেশে মৃত তার বদলে কোথা থেকে ড্রয়িং ক্লাসে গিয়েছিল বিকেল ৪.৪৫ মিনিটে তিনি ফিরে আসেন। এরপরই এবং আপীলকারীর সংকেত অনুসরণ করে তিনি আপীলকারীর দখলকৃত ফ্ল্যাটের ছাদে উঠে যান যেখানে পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আপিলকারী এবং বাবুসোনা দুজনেই সাক্ষীকে কাছের পার্কের দিকে যেতে দেখেন। আবেদনকারীর মাথায় একটি টুপি, একটি সাদা গেঞ্জি এবং একটি চকলেট রঙের ফুল প্যান্ট পরা ছিল।

১৫. রাজীব রায় চৌধুরী, পি ডাবলু ৭, স্বীকার করেছেন যে তিনি বাবুসোনাকে বিকেল ৫.০০-৫.৩০ টার দিকে একটি বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছিলেন জুলাই ১২ তারিখে,

১৯৯৮ সালে আপিলকারী সেখানে এলে বাবুসোনাকে ডেকে সাইকেলের সামনের রডে বসিয়ে সাইকেলে তুলে নিয়ে যান। সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে তাকে সি আর পি সি. এর ১৬৪ ধারার অধীনে পরীক্ষা করা হয়েছিল যেই বিবৃতিটি ই এক্স টি ৭/১ হিসাবে প্রদর্শ হয়েছিল। এই পর্যায়েও প্রাসঙ্গিক হল জিতিন সেনের জবানবন্দি, পিডব্লিউ ৮, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ঘোড়াধারা পার্কে বাবুসোনাকে দেখেছিলেন যখন আপিলকারী সেখানে এসে মৃতকে ডেকে নিয়ে যান এবং তাকে তার সাইকেলে নিয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে নিহত এবং আপীলকারীও ছিলেন, দুজনেই ক্রীড়াপ্রেমী বলে তাঁর কাছে সুপরিচিত।

১৬. তারাপদ মাহাতো, পি ডাবলু৯, যিনি কাঞ্চন অয়েল মিলের একজন কর্মচারী এবং কালীনগর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে সন্ধ্যা ৬.০০-৬.৩০ টার দিকে তিনি কাঞ্চন অয়েল মিল থেকে তার ডিউটি থেকে স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করে ফিরছিলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন একটি সাইকেল সিতলডিহি জঙ্গলের ভিতরে একটি গাছের সাহায্যে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে দুটি ছেলে একটি ১০-১১ বছর এবং আরেকটি ১৮-১৯ বছর বয়সী ওই সাইকেল থেকে প্রায় ১০/১২ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেছেন যে ছেলেরা তাকে লক্ষ্য করে একে অপরের হাত ধরে জঙ্গলের ভিতরে আরও এগিয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮, তিনি সিতলডিহি জঙ্গলের ভিতরে একটি খাদ থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধারের কথা জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন ১০/১২ বছর বয়সী একটি ছেলের লাশ খাদে পড়ে আছে। তার মনে পড়ল, এটা সেই একই ছেলে যাকে সে আগের দিন দেখেছিল। সাক্ষী আরও জবানবন্দি দেন যে তিনি ১৮-১৯ বছর বয়সী ছেলেটিকে সেই ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করেন যাকে তিনি ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে সিতালডিহি জঙ্গলে পরীক্ষা শনাক্তকরণ প্যারেডে দেখেছিলেন।

১৭. বাদী যদুনাথ দাস, পিডব্লিউ ৬-এর জবানবন্দির উপরও নির্ভর করেছে, যিনি পুলিশ কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের একজন ছিলেন এবং আপীলকারী এবং মৃত ব্যক্তিকে চিনতেন। এই সাক্ষী অনুসারে ১২ই জুলাই ১৯৯৮ তারিখে একটি রবিবার ছিল, আপীলকারী তাকে সকাল ১০.৩০ টার দিকে ডেকেছিলেন এবং সাক্ষীর মালিকানাধীন কোদালটি চেয়েছিলেন যেটি প্রাক্তন হিসাবে ফুল লাগাতে চেয়েছিলেন।

একজন সাক্ষী আরও জানান, আপিলকারী কোদাল নিয়েছিলেন এবং তার কাঠের অংশ এক টুকরো খবরের কাগজ এবং 'সুতলি' (পাটের স্ট্রিং) দিয়ে মুড়ে কোদালটি তার সাইকেলে বেঁধে নিয়ে গেল। কোদালটি অবশ্য আপিলকারী তাকে ফেরত দেননি। সাক্ষী পুলিশ কর্তৃক আটক করা কোদালটিকে শনাক্ত করেছে এবং চিহ্নিত করেছে ই এক্স.১১ হিসেবে যেটি আপিলকারী উপরে উল্লিখিত তারিখে তার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল।

১৮. রুক্মিণী যাদবের বিবৃতি, পি ডাবলু১১ যদুনাথ দাস, পি ডাবলু৬ দ্বারা উল্লিখিত কোদালের সাথেও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে। এই সাক্ষীর মতে, তার সন্তানরাও বিভিন্ন খেলায় অংশ নেয়। আপীলকারী এই সাক্ষীর মতে তার এবং এলাকার অন্যদের সাথে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ১২ই জুলাই সন্ধ্যা ৭.০০-৭.৩০ মিনিটে আপীলকারী তার বাড়িতে এসে তাকে ডেকে নিয়ে বাগানে একটি কোদাল রেখেছিলেন যে তিনি পরের দিন সকালে একইটি ফিরিয়ে নেবেন। সাক্ষী আরও জানিয়েছেন যে ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮ রাত ৯.০০-৯.৩০ টার দিকে আপীলকারী পুলিশকে সাথে নিয়ে তার বাড়িতে আসে এবং তার রেখে যাওয়া কোদালটি তার নির্দেশে জব্দ করা হয়। একটি বাজেয়াপ্ত মেমো ই এক্স ১০ও প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে সাক্ষী তার স্বাক্ষর লাগিয়েছিল।

১৯. অশ্বিনী দেলোই, পি ডাবলু ১২ কে বাদী দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল যে তিনি সিতলডিহি জঙ্গলে একটি কবরস্থান এবং একটি সাইকেলের উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন এবং ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮-এর প্রথম দিকে আপিলকারীকে সিতলডিহি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন সকালে। বিচারে এই সাক্ষী আংশিকভাবে বাদীকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রায় আড়াই বছর আগে তিনি কবরস্থানের কাছে একটি সাইকেল এবং কিছু সংবাদপত্র পড়ে থাকতে দেখেছিলেন কিন্তু গুরুপদ মন্ডল, পিডব্লিউ ২-এর সাথে স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি জানানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি আবেদনকারীকে সিতলডিহি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেও অস্বীকার করেছিলেন। ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮ সকালে। সাক্ষীকে শত্রু ঘোষণা করা হয় এবং জেরা করা হয়। পুলিশের সামনে দেওয়া বক্তব্যের মুখোমুখি হন তিনি, যা অস্বীকার করা হয়। বাদী কেসকে সমর্থন করতে সাক্ষীর প্রত্যাখ্যান কোন বস্তুগত পার্থক্য করেনি যে গুরুপদ মন্ডল, পি ডাবলু২ বাদীকে সমর্থন করেছেন এবং তার বক্তব্যে বলেছেন

জঙ্গলের মধ্যে একটি কালো রঙের সাইকেল এবং একটি খাদ যা একটি তাজা কবরস্থানের মতো দেখতে এবং একটি খবরের কাগজের পাশে এক জোড়া চপ্পল পড়েছিল তা জঙ্গলের ভিতরে তার নজরে পড়ে এবং তিনি এবং অশ্বিনী দেলোই, পি ডাবলু ১২ পুলিশকে রিপোর্ট করেছিলেন।

২০. তরুণ ব্যানার্জী, পি ডাবলু১৩ কমপ্লেক্সের 'বি' ব্লকের নিচতলার ফ্ল্যাট দখল করছিলেন এবং আপীলকারী এবং মৃত- বাবুসোনার সাথে পরিচিত ছিলেন । তার জবানবন্দি অনুযায়ী ১২ই জুলাই ১৯৯৮ তারিখে তিনি বাড়িতে ফিরে তার স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারেন যে বাবুসোনা নিখোঁজ রয়েছে। তিনি বাবুসোনার বাবার বাড়িতে ছুটে যান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন নিখোঁজের বিষয়ে থানায় রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও এবং লাউড স্পীকারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েও মধ্যরাত পর্যন্ত বাবুসোনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরের দিন তিনি সিতলডিহি জঙ্গলে পুলিশ কর্মী সহ লোকজনের সমাগম লক্ষ্য করেন। অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু১ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাইকেলও সাক্ষী দেখেছেন যা আপিলকারীর। তিনি সাইকেলটিকে চিনতে পেরেছিলেন, কারণ তিনিও মাঝে মাঝে এটি ব্যবহার করতেন। দুর্ভাগ্যজনক দিনে আপিলকারী যে পোশাক পরেছিলেন তা জব্দ করারও তিনি একজন সাক্ষী। যদিও সাক্ষীকে ব্যাপকভাবে জেরা করা হয়েছে তবুও তার কাছ থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে নাড়া দিতে পারে। তার জেরা-পরীক্ষায় সাক্ষী বলেছেন যে আপিলকারী ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে প্রায় ৯.০০/১০.০০ রাতে তাকে বলে যে তার সাইকেলটি তার এক বন্ধু নিয়ে গেছে কিন্তু সে তার বন্ধুর নাম প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বলেছে যে বন্ধুটি কেবল তার নামেই পরিচিত।

২১. ডাঃ রজত কান্তি সাতপতি, পি ডাবলু১৫ মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের মইনাতদন্ত পরিচালনা করেন এবং নিম্নলিখিত আঘাতগুলি খুঁজে পান:

"বাহ্যিক আঘাত:

(১) মাথার ত্বকের অসিপিটাল অঞ্চলের উপরে হোমটোমা ১ " x ১ " এবং ডানদিকে পিন্নার সামনে এবং পিছনে ১/২ " × ১২ "।

(২) উভয় কব্জি জয়েন্টের চারপাশে আচরের চিহ্ন।

(৩) উপরের ঠোঁটের মুখের উপরিভাগে ঘর্ষণ।

(৪) ঘাড়ের নীচের অংশের চারপাশে ক্রমাগত অনুভূমিক লিগেচার চিহ্ন।

(৫) উপরের এবং নীচের উভয় চোয়ালে পুরাতন হেমোরেজিক চিহ্ন।

(৬) একসিমোসিস ১০ "x ৬" বুকের পিছনের উপরের অংশ এবং ৮ "x ৬" পিঠের নীচের অংশ এবং একই সাথে একসিমোসিস উভয় অ্যাক্সিলা এবং উল্লেখ্য। ঘাড়ের নিচের অংশে লিগ্যাচারের সাবক্যানটানাস টিস্যুতে কোন পার্চমেন্টাইজেশন হয় না। রক্তক্ষরণ লক্ষ্য করা যায়।

আরও ব্যবচ্ছেদ তত্ত্বাবধানে উভয় পক্ষই অক্ষত। ঝিনুকের প্ল্যাটিসমা চিহ্ন এবং পাশের বাম দিকে ক্ষতবিক্ষত এবং আঘাতে এবং আশেপাশে রক্তক্ষরণ হয়। হায়য়েড হাড়ের বাম পাশের ফ্র্যাকচার এবং ফ্র্যাকচার হাইয়েডের চারপাশে রক্তক্ষরণ যা ধোয়ার প্রতিরোধ করে। পেট সুস্থ পূর্ণ কণা ধারণ করে।

মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের মতে, শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসরোধ করা হয় যা মৃত্যুর পূর্ববর্তী এবং নরহত্যা প্রকৃতিতে। "

২২. সাক্ষী আরও বলেছেন যে 'সুতলি' জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঘাড় বেঁধে দেওয়ার কারণে ৪ নম্বর আঘাত হতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে নিহতের মৃত্যু আনুমানিক ২৪ ঘন্টা আগে ঘটেছে ময়না তদন্তের আগে যা সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে করা হয়েছিল। ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে।

২৩. দীপক কুমার সরকার, পি ডাবলু১৬ জঙ্গলের খাদ থেকে মৃত বাবুসোনার মৃতদেহ উদ্ধার এবং পরবর্তী তদন্তের একজন সাক্ষী।

২৪. তপন কুমার চ্যাটার্জি, পি ডাবলু১৭ এবং স্বপন কুমার পাল, পি ডাবলু১৮ পুলিশ সাক্ষী। যদিও প্রাক্তন প্রমাণ করেছে

জিডি নং ৪৩৮ তারিখ ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ অসিত কুমার এ মন্ডল তার ছেলে বাবুসোনার নিখোঁজ রিপোর্টের বিষয়ে দায়ের করেছিলেন, পরবর্তীটি সাইকেলটি জব্দ করা এবং সিতলডিহির ভিতরে খাদ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সাক্ষী। জঙ্গল দিলীপ ভট্টাচার্য, পিডব্লিউ ১৯, প্রথম তথ্য প্রতিবেদনটি লিখেছেন যা তিনি প্রথম তথ্যদাতা অসিত কুমার মন্ডলের নির্দেশে লিখেছিলেন এবং যাকে এক্স.১ চিহ্নিত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে সাক্ষী বলেছেন যে মৃতের বাবা মৃতদেহ শনাক্ত করার সাথে সাথে অফিসার - ইনচার্জ তাকে এফআইআর লিখতে নির্দেশ দেন এবং সেই অনুযায়ী অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু১ এর দেওয়া বর্ণনা অনুসারে এফআইআর লিখেছিলেন।

২৫. স্বপন কুমার মহান্তি, পি ডাবলু২০, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সি আর পি সি. এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে রাজীব রায় চৌধুরী, পি ডাবলু ৭ এবং জিতেন সেন, পি ডাবলু৮-এর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। তিনি যদুনাথ দাস, পি ডাবলু৬ এবং রুক্মিণী যাদবের জবানবন্দিও রেকর্ড করেছিলেন যা ই এক্স টি.১১ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। তারাপদ মাহাতো পি ডাবলু৯-এর জবানবন্দিও রেকর্ড করেছেন সাক্ষী দ্বারা। ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশ অনুসারে ৬ই আগস্ট, ১৯৯৮ তারিখে একটি পরীক্ষা শনাক্তকরণ প্যারেড আয়োজনেরও সাক্ষ্য দেন বিজ্ঞ সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঝাড়গ্রাম। তার জেরা-পরীক্ষায় সাক্ষী বলেছেন যে তিনি তার দ্বারা রেকর্ড করা বক্তব্যের জন্য সাক্ষীদের কাছে শপথ গ্রহণ করেছেন কিন্তু আদেশ-শীট বা বিবৃতিতে এটি রেকর্ড করা হয়নি। জেরা পরীক্ষায় পরীক্ষা শনাক্তকরণ প্যারেডের জন্য কোন গুরুতর বিরোধ ছিল না শুধুমাত্র বিচারে থাকা বন্দীদের উপ-জেলর দ্বারা উত্পাদিত করা হয় এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে মিশ্রিত করা হয়। বিচারাধীন বন্দিদের হেফাজতে থাকা মামলার বিবরণ অবশ্য কার্যধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাপস গিরি, পিডব্লিউ ২১ পুলিশের নির্দেশ অনুসারে ঘটনাস্থলে ছবি তোলেন যখন কুশল মিত্র, পিডব্লিউ ২২ হলেন তদন্তকারী অফিসার যিনি তাঁর জবানবন্দিতে আটক করা সহ তদন্তের সময় নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রমাণ দিয়েছেন, বিবৃতি সাক্ষী রেকর্ড করা, তদন্ত পরিচালনা, পোস্ট-মর্টেম এবং পরীক্ষা শনাক্তকরণ প্যারেড। আপিলকারী তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেননি।

২৬. মিঃ মুখার্জি খুব শুরুতেই যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে একটি মামলায় হত্যার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যের প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দাখিল করেছেন যে বর্তমান মামলায় বাদী তার দ্বারা অভিযুক্ত উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা পরিস্থিতির শৃঙ্খল ভেঙে দেবে এবং ফলস্বরূপ আপিলকারীকে উপকৃত করবে৷ তিনি জোর দিয়েছিলেন যে মঙ্গলা দেলোই, পি ডাবলু ১০ যখন সি আর পি সি এর ধারা ১৬১ এবং ১৬৪ এর অধীনে তার বিবৃতিতে অভিযুক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বাদী সংস্করণকে সমর্থন করেছিল, একই মামলায় সারগর্ভ প্রমাণ গঠন করেনি এবং তাই প্রমাণিত হওয়ার উদ্দেশ্য ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

২৭. একটি অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা মামলাগুলিতে অপরাধের ঘটিত সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব বহন করে। এবং তবুও পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে মামলায় উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া নিজেই মারাত্মক নয়। অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতির ফলাফল হল যে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় সন্দেহ প্রমাণের জায়গা না নেয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রমাণগুলি যাচাই করার ক্ষেত্রে আদালতকে আরও সতর্ক এবং সতর্ক হতে হবে৷ একটি মামলায় উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে এমন একটি কারণ যা নিঃসন্দেহে অভিযুক্তের পক্ষে ওজন করবে, তবে আদালতের যা মনে রাখা দরকার তা হল উদ্দেশ্য এমন একটি বিষয় যা প্রাথমিকভাবে আসামিদের কাছে পরিচিত এবং যা বাদী কখনো কখনো সারগর্ভ প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা বা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হতে পারে। মানুষের স্বভাব কি তাই, অপরাধ সংঘটনের পিছনে আসল প্রেরণা বোঝা প্রায়ই কঠিন। এবং তবুও মানব প্রকৃতি, মানুষের আচরণ এবং মানুষের মনের দুর্বলতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে অপরাধের প্ররোচনাগুলি তার চারপাশে ঘুরে এসেছে যা উইলস তার বই "সার্কমস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স" এ বলেছেন:

"অপরাধের সাধারণ প্ররোচনাগুলি হল কিছু বাস্তব বা কল্পনা করা ভুলের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা; প্রতিদ্বন্দ্বী বা একটি ঘৃণ্য সংযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার; চাপ থেকে পালানোর ইচ্ছা

অমিতাভ ব্যানার্জী @ অমিত @ বাপ্পা ব্যানার্জী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য [বিচারপতি টি. এস. ঠাকুর] ১৮১

আর্থিক বা অন্যান্য বাধ্যবাধকতা বা লুণ্ঠন বা অন্যান্য লোভনীয় বস্তু পাওয়ার বোঝা; বা খ্যাতি সংরক্ষণ করা, হয় সাধারণ চরিত্রের বা প্রচলিত খ্যাতি বা পেশা বা যৌনতা; বা অন্য কিছু স্বার্থপর বা মারাত্মক আবেগকে তৃপ্ত করা। "

২৮. একটি প্রদত্ত মামলায় উদ্দেশ্য এবং এর অনুপস্থিতির প্রভাবের তাত্পর্য সম্পর্কে আইনি অবস্থানটি মোটামুটি সুস্থিত এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে যেখানে এই রায়কে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বোঝা এড়াতে আমাদের বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। দেখুন ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি ওরফে ধনা বনাম ডাবলু. বি রাজ্য ১৯৯৪ (২) এস সি সি ২২০ , সুরিন্দর পাল জৈন বনাম দিল্লি প্রশাসন, ১৯৯৩ এস ইউ পি পি এল. (৩) এস সি সি ৯১, তারসীম কুমার বনাম দিল্লি প্রশাসন, ১৯৯৪ এস ইউ পি পি এল. (৩) এস সি সি ৩৬৭ , জগদীশ বনাম এম.পি রাজ্য , ২০০৯ (১২) স্কেল ৫৮০ , মুলখ রাজ এবং অন্যান্য বনাম সতীশ কুমার ও অন্যান্য ১৯৯২ (৩) এস সি সি ৪৩।

২৯. পরবর্তীতে মিঃ মুখার্জি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিচারে যোগ করা প্রমাণগুলি একটি সম্পূর্ণ মালা তৈরি করে না এবং বাদী সংস্করণের অসম্ভাব্যতা ছাড়াও বাদীর গল্পে কিছু ফাঁক গর্ত ছিল যা এটিকে যেকোনো আদালতের জন্য অনিরাপদ করে তুলবে আপিলকারীকে দোষী ঘোষণা করতে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতার ক্ষেত্রে বাদীর পক্ষে এমন পরিস্থিতিগুলি স্থাপন করা প্রয়োজন যা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বলা যেতে পারে তবে উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলি শুধুমাত্র অভিযুক্তের অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত যাতে আদালত তাকে দোষী ঘোষণা করতে পারে। মিঃ মুখার্জির মতে, এই উভয় প্রয়োজনীয়তাই আপিলকারীকে খালাস পাওয়ার জন্য তাত্ক্ষণিক মামলায় ব্যর্থ হয়েছিল।

৩০. অন্যদিকে, মিঃ ঘোষ যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদী যে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেছিল তা কেবল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে একই রকম একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খল যা আপীলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোন উপসংহারের জন্য কোন অবকাশ রাখে না। তিনি এই বিষয়ে নীচের দুটি আদালতের দ্বারা নথিভুক্ত ফলাফল উল্লেখ করেছেন এবং দাখিল করেছেন যে আপীলকারী

এমন কোনও প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম না যা পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে বা অনুমান যা অনিবার্যভাবে প্রবাহিত হয়েছে।

৩১. পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরীক্ষাগুলি মোটামুটি সুপরিচিত। এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতিতে সেই পরীক্ষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রয়োগ করা একটি সৈন্যদল। উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ঝাঁঝালো উল্লেখ করাই যথেষ্ট। শারদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, ১৯৮৪ (৪) এস সি সি ১১৬ এই আদালত ঘোষণা করেছে যে পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি মামলা অবশ্যই নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি পূরণ করতে হবে:

" (১) যে পরিস্থিতিতে অপরাধবোধের উপসংহার টানা হবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

(২) এইভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি শুধুমাত্র অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ অভিযুক্ত দোষী ছাড়া অন্য কোন অনুমানের উপর তাদের ব্যাখ্যাযোগ্য হওয়া উচিত নয়।

(৩) পরিস্থিতি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতা হওয়া উচিত।

(৪) তাদের উচিত প্রমাণ করা ব্যতীত সমস্ত সম্ভাব্য অনুমান বাদ দেওয়া, এবং

(৫) প্রমাণের একটি শৃঙ্খল এমনভাবে সম্পূর্ণ হতে হবে যাতে অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না রাখা যায় এবং দেখাতে হবে যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনায় কাজটি অভিযুক্তের দ্বারা করা উচিত। "

৩২. এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি একই প্রভাবে রয়েছে, তন্বীবেন পঙ্কজ কুমার দিভেটিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য ১৯৯৭ (৭) এস সি সি ১৫৬, রাজ্য (দিল্লির এন সি টি) বনাম নভজ্যোত সান্ধু @ আফসান গুরু ২০০৫ (১১) এস সি সি ৬০০ , বিক্রম সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, ২০১০ (৩) এস সি সি ৫৬, আফতাব আহমেদ আনসারি বনাম

উত্তরাঞ্চল রাজ্য, ২০১০ (২) এস সি সি ৫৮৩। আফতাব আহমেদ আনসারি (সুপ্রা) এ এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য পরিস্থিতিগত প্রকৃতির হয়, সেক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানা হবে, প্রথম দৃষ্টান্তে, সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। প্রতিটি তথ্যকে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তারপরে আদালতের মোট ক্রমবর্ধমান বিবেচনা করবে প্রমানিত সততের, যার প্রত্যেকটি অপরাধের উপসংহারকে শক্তিশালী করেছে। যদি একত্রে নেওয়া সমস্ত তথ্যের সম্মিলিত প্রভাব অভিযুক্তের অপরাধ স্থির করার জন্য চূড়ান্ত হয়, তবে দোষী সাব্যস্ত হবে যদিও এটি হতে পারে যে এই তথ্যগুলির মধ্যে এক বা একাধিক, নিজে থেকে/ নিজেরাই, সিদ্ধান্তমূলক নয়। প্রমাণিত পরিস্থিতিগুলি এমন হওয়া উচিত যেটি প্রমাণিত হতে চাওয়া ব্যতীত সমস্ত অনুমানকে বাদ দেওয়া। কিন্তু এর মানে এই নয় যে বাদী মামলা সফল হওয়ার আগে শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, এটি অভিযুক্তের দ্বারা প্রস্তাবিত প্রতিটি অনুমানকে বাদ দিতে হবে, তা যতই অযৌক্তিক এবং কল্পনাপ্রসূত হোক না কেন"

৩৩. অতএব, যা দেখা দরকার তা হল বাদী এমন অপরাধমূলক পরিস্থিতি স্থাপন করেছে কি না যার উপর এটি নির্ভর করে এবং সেই পরিস্থিতিগুলি এমন একটি শৃঙ্খল গঠন করে যাতে আপীলকারীকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত করার জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না থাকে৷ নীচের উভয় আদালত, যেমনটি আগে দেখা গেছে, মামলায় যোগ করা সাক্ষ্যের প্রশংসা করেছে এবং বাদী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিস্থিতিগুলি গণনা করেছে। এই রায়ের আগের অংশে আমরা যে বিচারে কিছু বিশদভাবে উল্লেখ করেছি, সেই বিচারে যোগ করা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে, আমাদের সন্দেহ নেই যে বাদী সন্তোষজনকভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এটি দ্বারা :

(১) দুপুর ২টার দিকে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে বাবুসোনা, মৃত ব্যক্তি আপীলকারী দ্বারা প্রতিশ্রুত দুটি তোতা পাখি আনার জন্য বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তার মা এর দৃষ্টান্ততে, ছন্দা মন্ডল, পি ডাবলু১৪, মৃতকে পরিবর্তে তার আঁকার ক্লাসের জন্য পাঠানো হয়েছিল যেখান থেকে তিনি প্রায় ৪.৪৫ টায় ফিরে আসেন। এর পরেই এবং আপীলকারীর সংকেত অনুসরণ করে তিনি আপীলকারীর দখলকৃত ফ্ল্যাটের ছাদে উঠে যান যেখানে আপীলকারী দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আপিলকারী এবং বাবুসোনা দুজনকেই ছন্দা মণ্ডল, পি ডাবলু১৪ কাছের পার্কের দিকে যেতে দেখেছিল। সাক্ষী আবার লক্ষ্য করলেন আপিলকারী তার মাথায় একটি ক্যাপ, একটি সাদা গেঞ্জি এবং একটি চকলেট রঙের ফুল প্যান্ট পরা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন।

(২) সন্ধ্যা পর্যন্ত নিহত বাবুসোনা পার্ক থেকে বাড়ি না ফেরায় নিহতের বাবা-মা তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। জবানবন্দি অসিত কুমার মন্ডল, পিডব্লিউ১ পিতা ও শ্রীমতি ছন্দা মন্ডল, পিডব্লিউ ১৪, যথাক্রমে মৃতের মা স্পষ্টভাবে এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(৩) বাবা-মায়ের দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধান ফলপ্রসূ প্রমাণিত হলে, অসিত কুমার মন্ডল ঝাড়গ্রাম থানায় একটি নিখোঁজ রিপোর্ট দায়ের করেন, যে রিপোর্টটি ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখের সাধারণ ডায়েরি নং ৪৩৮-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল সন্ধ্যা ৬.৫৫ মিনিটে। ই এক্স টি ১৩ হিসাবে চিহ্নিত বিচারে। ঝাড়গ্রাম থানা পুলিশ রিপোর্ট পেয়ে এলাকায় লাউডস্পিকারের সাহায্যে বাবুসোনা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে একটি ঘোষণা দেয়। অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু১ এবং ছন্দা মন্ডল, পি ডাবলু১৪-এর জবানবন্দিও এই পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

(৪) রাত প্রায় ৮.৩০ টায় ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে মৃত অসিত কুমার মন্ডল, পিডব্লিউ ১ এবং ছন্দা মন্ডল, পিডব্লিউ ১৪-এর বাবা-মা আপীলকারীকে কোয়ার্টারের পিছনের দরজা থেকে তার (আবেদকের) আবাসিক কোয়ার্টারে প্রবেশ করতে দেখেন। পিডব্লিউ ১ তাকে মৃতের হদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আপিলকারী প্রাথমিকভাবে দ্বিধায় পড়েন এবং বাবুসোনার অবস্থান সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অসিত কুমার মন্ডলের জবানবন্দি, পিডব্লিউ ১ প্রমাণ করে যে সেই সময়ে আপিলকারী তার পায়ে কোন চপল এবং তার মালিকানাধীন সাইকেল ছিল না।

অমিতাভ ব্যানার্জী @ অমিত @ বাপ্পা ব্যানার্জী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (বিচারপতি টিএস ঠাকুর,] ১৮৫

(৫) মৃত - বাবুসোনাকে শেষবার রাজীব রায় এ চৌধুরী, পিডব্লিউ ৭ এবং জিতেন সেন, পিডব্লিউ ৮ পার্কে আপীলকারীর সাথে কথা বলতে দেখেছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই আপীলকারীর সাথে তার সাইকেলে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে যাচ্ছেন সিতলডিহি জঙ্গলের দিক থেকে। উল্লিখিত দুই সাক্ষীর জবানবন্দি এই তথ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশেষ করে কারণ তাদের জেরা-পরীক্ষায় এমন কিছুই বের করা হয়নি যা তাদের সংস্করণকে অসম্মান করতে পারে বা তাদের অবিশ্বস্ত করতে পারে।

(৬) মৃত এবং আপিলকারীকে তারাপদ মাহাতো, পি ডাবলু৯ সিতালডিহি জঙ্গলে দেখেছিলেন যখন উল্লিখিত সাক্ষী কাঞ্চন অয়েল মিল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সাক্ষীকে দেখে আপিলকারী ও মৃত ব্যক্তি সিতলডিহি জঙ্গলের আরও গভীরে চলে যান।

(৭) পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮ ঝাড়গ্রাম ডি থানা আবাসিক কমপ্লেক্স থেকে কিছুটা দূরে সিতালডিহি জঙ্গলের ভিতরে একটি সদ্য খনন করা খাদ সম্পর্কে তথ্য পায় যেখানে আবেদনকারী এবং মৃত ব্যক্তি বাস করতেন। এই তথ্যটি ১৩ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখের ডায়েরি নং ৪৬৩-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যা ই এক্স টি ১৭ হিসাবে চিহ্নিত। গুরুপদ মন্ডলের জবানবন্দি, পি ডাবলু২ এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই খবর পেয়ে পুলিশ সিতালডিহি জঙ্গলের অভ্যন্তরে ছুটে গিয়ে মাটি দিয়ে ঢাকা সদ্য খনন করা খাদ দেখতে পায়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রী দীপক কুমার সরকার, পিডব্লিউ ১৬-কে তাপস গিরি, পিডব্লিউ ২১ নামে একজন ফটোগ্রাফার এফ ছাড়াও পাঠানো হয়েছিল। তাদের উপস্থিতিতে এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে খাদটি খনন করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু ১, গুরুপদ মন্ডল, পি ডাবলু২, কুশল মিত্র, পি ডাবলু ২২, সুনীল দেলোই, পি ডাবলু৫, তরুণ ব্যানার্জি, পি ডাবলু১৩, দীপক কুমার সরকার, পি ডাবলু১৬, স্বপন কুমার পাল, পি ডাবলু১৮ এবং পি ডাবলু১৯ দৃঢ়ভাবে এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(৮) মৃতদেহ দাফনের স্থান থেকে কিছু দূরে পুলিশ এক জোড়া হাওয়াই চপ্পল, দুইটি

আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা একটি গাছের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা সাইকেল ছাড়া। অসিত কুমার মন্ডল হাওয়াই চপ্পলটিকে তার ছেলে-বাবুসোনার এবং সাইকেলটি আপিলকারীর বলে স্বীকার করেছেন। সাইকেলটি তরুণ ব্যানারেজী, পি ডাবলু১৩ দ্বারা আপিলকারী হিসাবে ছিন্নহিত হয়েছিল।

(৯) পিঠে হাত বাঁধা অবস্থায় বাবুসোনার লাশ পড়ে ছিল। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে পাও বাঁধা ছিল। নিহতের মুখের ভিতর একটি রুমালও ভর্তি ছিল এবং নিহতের গলায় 'সুতলি' (পাটের স্ট্রিং) পাওয়া গেছে। অসিত কুমার মণ্ডল, পি ডাবলু১, গুরুপদ মণ্ডল, পি ডাবলু২, দিলীপ নামাতা, পি ডাবলু৩, সুনীল দেলোই, পি ডাবলু৫, এবং কুশল মিত্র, পি ডাবলু২২-এর জবানবন্দিগুলি এই তথ্যকে প্রমাণ করে যে মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

(১০) নিহতের পরনে নীল রঙের হাফ প্যান্ট ও হলুদ কমলা মিশ্রিত হাফ শার্ট পাওয়া গেছে। এই একই পোশাক ছিল মৃত ব্যক্তি যখন তাকে শেষ জীবিত দেখা গিয়েছিল তখন তিনি পরেছিলেন। অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু১, ছন্দা মন্ডল, পি ডাবলু১৪, জিতেন সেন, পি ডাবলু৮, তারাপদ মাহাতো, পি ডাবলু৯ এবং কুশল মিত্র, পি ডাবলু২২-এর জবানবন্দি এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

(১১) আপীলকারীকে শনাক্ত করেছেন তারাপদ মাহাতো, পি ডাবলু৯ টি. আই. প্যারেড ৬ই আগস্ট, ১৯৯৮-এ অনুষ্ঠিত, স্বপন কুমার মহান্তি, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারে পি ডাবলু ২০ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন, সেই একই ছেলে হিসাবে যাকে তিনি মৃতের সাথে সিতলডিহি জঙ্গলের ভিতরে দেখেছিলেন প্রায় সন্ধ্যা ৬.০০ / ৬.৩০ নাগাদ ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে।

(১২) সিতালডিহি জঙ্গল থেকে একটি টুপি যা আপীলকারী দুর্ভাগ্যজনক দিনে পরেছিলেন তাও গুরুপদ মন্ডল, পিডব্লিউ ২ এবং দিলীপ নামতা, পিডব্লিউ ৩-এর উপস্থিতিতে উদ্ধার করা হয়েছিল।

(১৩) আনন্দবাজার পত্রিকার পাতা ছাড়াও, মৃতের গলায় বাঁধা পাওয়া 'সুতলি' টি এম. ও ই এক্স টি XII। চিহ্নিত বৈদ্যুতিক তার সহ পুলিশ জব্দ করেছে। অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু১, দিলীপ নামাতা, পি ডাবলু৩, সুনীল ডেলিও পি ডাবলু৫, এবং কুশল মিত্র, পি ডাবলু২২-এর জবানবন্দি তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

(১৪) একটি কোদাল যেটি আপিলকারী ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ সালের সন্ধ্যায় রুক্মিণী যাদবের বাড়িতে ফেলেছিলেন, পিডব্লিউ ১১ উল্লিখিত সাক্ষীকে বলেছিল যে তিনি পরের দিন এটি সংগ্রহ করবেন তাও পুলিশের নির্দেশে জব্দ করা হয়েছিল আপীলকারীর দৃষ্টান্তে।

(১৫) আপীলকারী ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ সকালে কিছু ফুল লাগানোর অজুহাতে যদুনাথ দাস, পি ডাবলু৬ এর কাছ থেকে কোদালটি নিয়েছিলেন। সাক্ষী আরও প্রমাণ করেন যে আপিলকারী কোদালের কাঠের অংশ খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে 'সুতলি' (পাটের স্ট্রিং) দিয়ে বেঁধে তার সাইকেলে বহন করেছিলেন।

(১৬) ডাঃ রজত কান্তি সতপতি, পি ডাবলু ১৫-এর জবানবন্দি যিনি ময়না তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন এবং মতামত দিয়েছিলেন যে মৃত ব্যক্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ময়নাতদন্তের আগে যা বাদী সংস্করণকে সমর্থন করে যে মৃত ব্যক্তিকে ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ সালের সন্ধ্যায় ৬.৩০ বা তারও বেশি সময়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই প্রত্যক্ষদর্শীর মতে মৃত্যুটি ছিল শ্বাসরোধ এবং শ্বাসরোধের কারণে ঘটেছিল এছাড়াও স্পষ্টভাবে বাদী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ডাক্তার মৃতের গলায় একটি লিগেচার চিহ্নও খুঁজে পেয়েছেন যা 'সুতলি' দ্বারা হতে পারে।

(১৭) সাক্ষী সুনীল দেলোই, পি ডাবলু৫, রাজীব রায় চৌধুরী, পি ডাবলু৭, জিতেন সেন, পি ডাবলু৮ এবং শ্রীমতি ছন্দা মন্ডল, কুশল মিত্র কর্তৃক পি ডাবলু ১৪ , পি ডাবলু ২২ অসিত কুমার মন্ডল, পি ডাবলু ১, এবং তরুণ ব্যানার্জির পি ডাবলু১৩ এর মতে আপিলকারী যেই কাপড় পরিধান করেছিলেন

তদন্তের সময় তাদের যথাযথভাবে আদালতে শনাক্ত করা হয়।

৩৪. উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি আমাদের মতে, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিতই নয়, বরং তারা একটি সম্পূর্ণ মালা তৈরি করে, যা সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে না যে, যে অপরাধে আপিলকারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা তিনিই করেছেন এবং অন্য কেউ নয়৷ নিহতের মায়ের জবানবন্দি, বাবুসোনা আপিলকারীর কাছে যেতে চেয়েছিলেন দুটি তোতা পাখি আনতে, যেটি তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা তিনি করেছিলেন অঙ্কন টিউশন থেকে ফিরে আপিলকারীর কাছ থেকে সংকেত পেয়ে আপিলকারীর কাছে যান, পরিস্থিতি তৈরি করে মৃতকে বাড়ি থেকে বের করে আনার জন্য। এর পরেই তাকে আপীলকারীর সাথে কথা বলতে দেখা যায় যিনি তাকে পার্কে ডাকেন এবং তাকে তার সাইকেলে করে কাঞ্চন অয়েল মিলের দিকে নিয়ে যান যা তথ্য দুই সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যাদের জবানবন্দি কোন অলঙ্করণ বা দ্বন্দ্বে ভোগে না। তথ্য যে বাবুসোনা এবং আপিলকারীকে সন্ধ্যা ৬.০০/৬.৩০ নাগাদ সিতালডিহি জঙ্গলে একসাথে দেখা গিয়েছিল ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ একটি অত্যন্ত অপরাধমূলক পরিস্থিতি, বিশেষ করে যখন ডাক্তারি প্রমাণ অনুসারে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ও একই সময়ে ছিল। নিহতকে আপীলকারীর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল তাকে হত্যা করার সময় এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা মামলায় প্রমাণিত অন্যান্য পরিস্থিতির সাথে, শুধুমাত্র একটি অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য যে আপীলকারী নিহতকে হত্যার জন্য দোষী ছিলেন। তথ্য যে আপীলকারী কোদালটি ধার করেছিলেন, খবরের কাগজ দিয়ে কাঠের অংশ মোড়ানোর পরে 'সুতিল' দিয়ে জোয়ার করেছিলেন তা যদুনাথ দাস, পি ডাবলু৬ এর বক্তব্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে সন্ধ্যায় রুক্মিণী যাদবের কাছে কোদালের জমা, পি ডাবলু১১ কোন সন্দেহের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। খাদের কাছে সংবাদপত্রের উপস্থিতি যেখানে মৃতকে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং মৃতের গলার চারপাশ থেকে 'সুতলি' পুনরুদ্ধার যেখানে এটি একটি লিগ্যাচার চিহ্ন রেখেছিল তাও এমন পরিস্থিতি বলে যা শুধুমাত্র অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য যে আপীলকারী অপরাধের লেখক ছিলেন। বাদীর সাক্ষীদের মতে আপিলকারী তারিখে যে ক্যাপটি পরেছিলেন তার পুনরুদ্ধার

সিতালডিহি জঙ্গল থেকে সংঘটিত হওয়ার ঘটনাটিও এমন একটি পরিস্থিতিতে যে ক প্রমাণ করে যে আপীলকারী ১২ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে যে জায়গা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল তার আশেপাশে জঙ্গলে ছিলেন। একইভাবে, সিতালডিহি জঙ্গল থেকে আপিলকারীর মালিকানাধীন সাইকেলটি যেখানে মৃতদেহ দাফন করা হয়েছিল তার কাছাকাছি থেকে আসামি-আবেদনকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। ১২ ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে আপিলকারী গভীর রাতে রুক্মিণী যাদব, পি ডাবলু ১১-এর বাড়িতে কোদাল রেখেছিলেন এবং চপ্পল ছাড়াই পিছনের দরজা থেকে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার সাইকেলটি কোথায় জানতে চাইলে তিনি একটি মিথ্যা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অপরাধমূলক পরিস্থিতি যা পরিস্থিতির শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ।

৩৫. মিস্টার মুখার্জির যুক্তি যে তারাপদ মাহাতো, পিডব্লিউ ৯ কাঞ্চন অয়েল মিলের ভিতর থেকে সিতালডিহি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের দেখতে পারেনি, আমাদের মতে, কোনও যোগ্যতা নেই। সাক্ষী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি ছেলেদের (আবেদনকারী এবং মৃত) দেখেছিলেন যখন তিনি সেই উদ্দেশ্যে প্রতিদিন যে পথটি নিয়ে থাকেন সেই পথ দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। কোথাও সাক্ষী পরামর্শ দেয়নি যে সে মিলের আশেপাশের ছেলেদের দেখেছিল। তাই তারাপদ মাহাতো, পিডব্লিউ ৯ একজন প্রেরিত সাক্ষী ছিলেন এমন যুক্তিও আমাদের প্রভাবিত করেনি। এই সাক্ষীর জেরা তে এমন কিছু নেই যা তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করতে পারে। নিছক তথ্য যে সাক্ষী পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় যেতে ও বলেননি যে দুটি ছেলে অর্থাৎ আপিলকারী যাকে তিনি ১৮/১৯ বছর বয়সী একটি ছেলে হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং মৃত ব্যক্তি যাকে তিনি ১০/১১ বছর বয়সী একটি ছেলে বলে বর্ণনা করেছেন, ১৯৯৮ সালের ১২ই জুলাই সিতালডিহি জঙ্গলে তাকে একসাথে দেখেছিল, এই সাক্ষীর জবানবন্দি সন্দেহজনক হবে না। পুলিশ ঘটনার বিষয়ে মিলের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে এই সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। তদন্তের সময় সাক্ষী যা দেখেছেন তার বর্ণনাকে এতটা বিলম্বিত বা চিন্তাভাবনা বলা যাবে না যে সাক্ষীর তথ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়েছে বিশেষ করে যখন সাক্ষী কোনো অপরাধ করতে দেখেননি। তিনি সহজভাবে

এমন একটি তথ্যের সাক্ষী যা অন্য পরিস্থিতি থেকে স্বাধীন হতে পারে একটি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিরীহ পরিস্থিতি। পরীক্ষা শনাক্তকরণ প্যারেড পরিচালনার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের সমালোচনাও কোনো যোগ্যতা ছাড়াই। যে কক্ষে সাক্ষীকে টি আই-প্যারেড এর সামনে বসতে দেওয়া হয়েছিল, সেই কক্ষ থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আলাদা রুমে রাখা হয়েছিল। কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা টি আই প্যারেড পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য থেকে অনেকটাই স্পষ্ট কোনো প্রতিকূল অনুমানের জন্য। সকলেই বলেছেন, এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার তদন্ত ও আলামত সংগ্রহ সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। এই ধরনের ন্যায্যতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার একটি কারণ হতে পারে যে মৃত এবং আপীলকারী উভয়ই পুলিশ কর্মকর্তাদের ওয়ার্ড ছিল। তাই একজনের উপর অন্যের পক্ষ নেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। উপরোক্ত পরিস্থিতির সামগ্রিকতায়, আমরা আমাদের হস্তক্ষেপের জন্য আপিলের অধীনে রায় ও আদেশে কোনো বেআইনিতা বা ন্যায়বিচারের কোনো ভ্রান্তি দেখতে পাচ্ছি না।

৩৬. ফলাফলে এই আপিল ব্যর্থ হয় এবং এতদ্বারা খারিজ করা হয়।

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।